নৈতিক শিক্ষা

ইউনিট ৯

ভূমিকা

ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। আর এই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী মানুষ হয়েছে কিছু বিশেষ গুণাবলির ভিত্তিতে। তেমনই একটি গুণ নীতিজ্ঞান। মানুষ তথা সমাজের জন্য কোন ধরনের কাজ ভালো বা কোন ধরনের কাজ মন্দ তা বিচার করার জ্ঞানকেই নীতিজ্ঞান বলে। ধর্মশিক্ষার জন্য নীতিজ্ঞান বা নৈতিক শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ নীতিশিক্ষা ধর্মশিক্ষার অঙ্গ বিশেষ।

আমরা এই ইউনিটে মানবতাবোধ, মহানুভবতা, সৎসাহস, দেশপ্রেম, শিষ্টাচার, ধূমপান ও মাদকাসক্তির ভয়াবহতা, ধর্মগ্রন্থে নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা, নীতিহীন শিক্ষার ফলাফল এই বিষয়গুলো নিয়ে যথাক্রমে আলোচনা করছি:

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৯.১ : মানবতাবোধ ও মহানুভবতা
পাঠ-৯.২ : সৎসাহস
পাঠ-৯.৩ : দেশপ্রেম
পাঠ-৯.৪ : শিষ্টাচার
পাঠ-৯.৫ : ধূমপান ও মাদকাসক্তির ভয়াবহতা
পাঠ-৯.৬ : ধর্মগ্রন্থে নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা

পাঠ-৯.১ মানবতাবোধ ও মহানুভবতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মানবতাবোধের দশটি গুণের কথা জানতে পারবেন।
- জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে ঈশ্বর প্রাপ্তির কথা জানতে পারবেন।
- মহানুভবতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন
- মহানুভবতার দ্বারা হিংসা ও অহংকারকে কীভাবে জয় করা যায় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	মানবতা, জৈববৃত্তি, বিবেক, আত্মা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য, অক্রোধ, হীনতা, সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, অহংকার, লোভ, ক্রোধ, ঈর্ষা, গ্লানি, উদার, ব্রহ্মর্ষি, ধার্মিক, ক্ষত্রিয়, রাজর্ষি, নির্বিকার ইত্যাদি।

মানবতাবোধ :

মানুষ তথা মানবের প্রধান গুণই হচ্ছে মানবতাবোধ। এই গুণটিই মানুষকে করেছে সৃষ্টির সেরা জীব। কারণ জীবমাত্রের কিছু জৈববৃত্তি আছে, যা প্রত্যেকটি জীব আপনাআপনি পেয়ে থাকে। যেমন– ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, ভয়, হিংসা, দ্বেষ, লোভ, লালসা ইত্যাদি। কিন্তু সব জীবের মধ্যে মানবতাবোধ থাকে না।

ক্ষুধা পেলে একটি পশু যে আচরণ করে একজন বিবেকসম্পন্ন মানুষ তা কোনো দিন করবেন না। একটি পশু ক্ষুধা নিবারণের জন্য অন্য একটি পশুকে হত্যা করতে দ্বিধা করে না। ক্ষুধা নিবৃত্তি করাই থাকে তার মূল লক্ষ্য। কিন্তু একজন মানুষ তা কখনোই করবে না। কারণ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা একজন মানুষের আছে, কিন্তু একটি পশুর নেই।

মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। এই গুণের দ্বারাই মানুষকে অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে পৃথক করা যায়। যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। সমাজে তারা একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়। একজনের সুখে যেমন অন্য জন আনন্দে আত্মহারা হয়, তেমনি দুঃখেও হয় বেদনাকাতর। মানুষের প্রতি মানুষের এই যে ভালোবাসা আত্মিক টান এরই নাম মানবতা। মানবতা ধর্মের অঙ্গ। যার মধ্যে এই মানবিক গুণ রয়েছে তাকেই প্রকৃত মানব বলে আখ্যায়িত করা যায়। কারণ ঈশ্বর প্রতিটি জীবের মধ্যেই আত্মারূপে অবস্থান করেন। তাই মানুষকে ভালোবাসা মানে ঈশ্বরকেই ভালোবাসা।

যুগে যুগে মানুষ সত্যের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছে। মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসংখ্য মহৎপ্রাণ ব্যক্তি নিজের সর্বস্ব এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন। অন্নহীনকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, বিদ্যাহীনকে বিদ্যা, তৃষ্ণার্তকে জল, বিপন্নকে আশ্রয়, ভয়ার্তকে অভয় দান করা ইত্যাদি মানবতারই নামান্তর। প্রত্যেকটি মানুষকে মানবতার গুণগুলো অর্জন করতে হবে। আমরা জানি প্রকৃত মানুষ হতে হলে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ এই দশটি গুণ আবশ্যক। আর মানবতার গঠন ও বিকাশে এই গুণগুলো অপরিহার্য।

মানবতাবোধের একটি পৌরাণিক উপাখ্যান নিম্নে দেয়া হলো:

অনেক অনেক কাল আগের কথা। একদেশে রন্তিদেব বা রন্তিবর্মা নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি শুধু রাজা ছিলেন না, ছিলেন রাজার রাজা সম্রাট। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবৎসল। কিন্তু পার্থিব কোনো কিছুর প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল না। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবা করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাইতো

শ্রীকৃষ্ণের চরণে সবকিছু সমর্পণ করে তিনি নিলেন অযাচক বৃত্তি। অযাচক বৃত্তি মানে হচ্ছে, কারও কাছে কিছু ভিক্ষা চাওয়া যাবে না, কোনো লোক ইচ্ছে করে কিছু দিলে তা গ্রহণ করা যাবে এবং তাই দিয়েই জীবন-যাপন করতে হবে।

একবার রাজা রন্তিদেব টানা আটচল্লিশ দিন না খেয়ে থাকলেন। কারণ তিনি কারও কাছে কিছু চাননি, আর কেউ ইচ্ছে করে তাঁকে কিছু দেয়নি। ঊনপঞ্চাশ দিনের সময় এক ভক্ত রাজাকে কিছু অন্ন ও পায়েস দিয়ে গেল। রাজার এবার উপবাস ভঙ্গ হবে। কিন্তু রাজা যেই খেতে যাবেন , এমন সময় তাঁর সামনে উপস্থিত হলো এক ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক। তার সাথে একটি কুকুরও ছিল। ভিক্ষুক এবং কুকুর দুজনই ক্ষুধায় ধুঁকছিল। ভিক্ষুকটি রাজাকে বলল, 'কদিন ধরে কিছুই খাইনি, আমার কুকুরটিও কিছু খায়নি, দয়া করে কিছু খেতে দিন।' তাদের করুণ পরিস্থিতি দেখে রাজার চোখে জল এল। তিনি তাঁর সমস্ড় খাবার ভিক্ষুক ও কুকুরটিকে দিয়ে দিলেন। কিন্তু এই খাবারেও তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হলো না। তখন রাজা বিনীতভাবে তাদের জানালেন যে তাঁর কাছে আর কোনো খাবার নেই।

একেই বলে মানবতাবোধ। গভীর মানবতাবোধ থাকলেই আটচল্লিশ দিন না খেয়ে থাকার পরও নিজের খাবার অন্যের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য দান করা যায়। এরপর আরও এক অবাক ঘটনা ঘটল। রাজা দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আসলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করে রাজা রন্তিদেবের মানবতাবোধের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। আর সে পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন রাজা রন্তিদেব।

মহানুভবতা :

মানুষের ভিতর যেমন ভালো গুণ আছে, তেমনি খারাপ গুণও আছে। এই ভালো গুণাবলির অন্যতম হচ্ছে মহানুভবতা। মহানুভবতার অর্থ হলো অনুভবের মহত্ব। অর্থাৎ যিনি সমস্ত হীনতা, নীচতা, সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, অহংকার, লোভ, ক্রোধ, ঈর্ষা, গ্লানির ওপরে নিজেকে স্থাপন করতে পারেন তিনিই মহানুভব। মহানুভব ব্যক্তি অত্যন্ত উদার চরিত্রের হয়ে থাকেন। পৃথিবীতে তিনি কাউকে হিংসা করেন না। বলা হয়ে থাকে, 'উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ । অর্থাৎ যিনি উদার গোটা পৃথিবীই তাঁর আত্মীয়। মহানুভব ব্যক্তি সকল জীবের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখেন। তিনি জানেন যে ঈশ্বরই সকল জীবের মাঝে আত্মারূপে অবস্থান করেন। দেহের নাশ হলেও আত্মার নাশ হয় না। তাই মহানুভবতা দিয়ে জীবকে আপন করে নিলে, ঈশ্বরকে আপন করা হয়। মহানুভবতা জীবকে ভালোবাসতে অনুপ্রাণিত করে, আত্মাকে উন্নত করে এবং সত্যিকারের ভগবদভক্তে পরিণত করে। তাই মহানুভবতা ধর্মের অঙ্গ। মহানুভবতা থেকে জীবপ্রেম ও ঈশ্বরভক্তি দুইই জাগ্রত হয়।

মহানুভবতা সম্পর্কে একটি পৌরাণিক উপাখ্যান তোমাদের বলছি:

বশিষ্ঠের মহানুভবতা:

পুরাকালে বশিষ্ঠ নামে একজন ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। ব্রহ্মর্ষি মানে ব্রাহ্মণ ঋষি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও ন্যায়-পরায়ণ। সূর্যবংশের কুলগুরু ছিলেন তিনি। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল অরুন্ধতী এবং তাঁদের একশত পুত্র ছিল। ঐ সময় একজন রাজা ছিলেন। তাঁর নাম বিশ্বামিত্র। তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়। কিন্তু সাধনার বলে তিনি ঋষিত্ব অর্জন করেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন রাজর্ষি। কিন্তু রাজর্ষি হয়েও তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি ব্রহ্মর্ষি হতে চান। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি হওয়ার জন্য এই সাধনার পাশাপাশি তাঁর প্রয়োজন ছিল ব্রহ্মর্ষিরূপে স্বীকৃতি। আর এই স্বীকৃতি প্রদানের অধিকার ছিল সূর্যবংশের কুলগুরু বশিষ্ঠের। অর্থাৎ বশিষ্ঠ যদি স্বীকৃতি দেন তাহলেই কেবল সবাই বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মর্ষি বলে মেনে নেবেন। কিন্তু বশিষ্ঠ তাঁকে ব্রহ্মর্ষি বলে মেনে নিলেন না। কারণ ব্রহ্মর্ষি হওয়ার মতো গুণাবলি বিশ্বামিত্র তখনও অর্জন করেননি।

বিশ্বামিত্র অহংকারে ও ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তিনি বিশ্বামিত্রের অনিষ্ট করার বুদ্ধি আঁটলেন। তিনি মন্ত্রবলে এক রাজাকে রাক্ষস করে দিলেন। আর তাঁকে পাঠালেন বশিষ্ঠের শতপুত্রকে হত্যা করতে। রাক্ষস তখনই ছুটল, আর বশিষ্ঠের পুত্রদের ভক্ষণ করল।

কিন্তু এতেও বশিষ্ঠ টললেন না। তিনি বিশ্বামিত্রকে কোনো অভিশাপও দিলেন না। কোনো শাস্তিও দিলেন না। বশিষ্ঠকে এমন নির্বিকার দেখে বিশ্বামিত্রের আরও রাগ হলো। তিনি এবার বশিষ্ঠকেই হত্যা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি একদিন চুপ করে বশিষ্ঠ যে ঘরে থাকেন তার পিছনে লুকিয়ে রইলেন।

এমন সময় বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী জানালেন যে ঘরে লবণ নেই। বশিষ্ঠ তাঁকে বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে কিছু লবণ নিয়ে আসতে বললেন। অরুন্ধতী অবাক হলেন। তিনি বললেন – যে আমাদের শতপুত্রকে হত্যা করেছে, তুমি তাঁর কাছ থেকে

আমাকে লবণ আনতে বলছ? বশিষ্ঠ বললেন – পুত্রদের জন্য শোক কর না। ওদের আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে ওদের মরণ হয়েছে। বিশ্বামিত্রতো উপলক্ষ মাত্র। তাছাড়া আমি বিশ্বামিত্রকে ভালোবাসি। ও এখনও ব্রহ্মর্ষি হওয়ার যোগ্য হয়নি। যেদিন ও ব্রহ্মর্ষি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে, সেদিন ওকে ব্রহ্মর্ষি বলে মেনে নেব। ও আরও সাধনা করুক আমি তাই চাই।

আড়াল থেকে সব কথা শুনলেন বিশ্বামিত্র। তাঁর খুব অনুতাপ হলো। তিনি ভাবলেন, এই মহানুভব ঋষির আমি এত ক্ষতি করেছি। তিনি ছুটে গিয়ে বশিষ্ঠের পায়ে পড়লেন। বললেন – আপনি সত্যিই মহানুভব। আমি অত্যন্ত নগণ্য। আমি ব্রহ্মর্ষি হতে চাই না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

বশিষ্ঠ তাঁকে হাত ধরে তুললেন। তিনি বললেন – ওরে, তুই আজ সমস্ত অহংকার ও ক্রোধ ত্যাগ করেছিস। আমি তোকে আশীর্বাদ করছি। তুই আজ থেকে ব্রহ্মর্ষি হলি।

বশিষ্ঠের মহানুভবতা দেখে স্তম্ভিত হলেন বিশ্বামিত্র। তিনি আবার বশিষ্ঠের পায়ে পড়লেন। আর বশিষ্ঠ তাঁকে পরম স্নেহে বুকে টেনে নিলেন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে মহানুভবতা মানুষের অনেক বড় গুণ। মহানুভব ব্যক্তি সব ধরনের খারাপ গুণের ঊর্ধ্বে। পৃথিবীর সকল জীবই তাঁর কাছে সমান। এমনকি মহানুভব ব্যক্তি তাঁর মহানুভবতার গুণে শত্রুকেও বন্ধু বানাতে পারেন। কাজেই প্রত্যেক মানুষের এই গুণটি ধারণ করা উচিত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	• মানবতাবোধ ও মহানুভবতা বিষয়ে আপনার ভাবনার ব্যাখ্যা দিন।

সারসংক্ষেপ :

মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। মানবতা ধর্মের অঙ্গ। মানবতাই সেই বিশেষ গুণ যা মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে পৃথক করে। রাজা রন্তিদেব তাঁর মানবতাবোধের দ্বারাই ঈশ্বরের দর্শন লাভ করতে পেরেছিলেন। তাই প্রত্যেক মানুষের নিজের মধ্যে মানবতাবোধ জাগ্রত করা উচিত।

মহানুভবতা একটি বিশেষ মানবিক গুণ। মহানুভবতা মানুষকে উদার করে। মানুষের ভিতরের হিংসা, গ্লানি, অহংকার সব দূর করে দেয়। মহানুভব ব্যক্তির নিকট সমস্ত জীবই সমান। সমস্ত জীবের মধ্যে তিনি ঈশ্বরকে দেখতে পান। বশিষ্ঠ মহানুভবতার দ্বারাই বিশ্বামিত্রের মনের হিংসা ও অহংকার দূর করেছিলেন। তাই আমাদের সবাইকে মহানুভবতার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

পাঠ-৯.২ সৎসাহস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সৎসাহসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন
- অভিমন্যুর সৎসাহসের কাহিনী জানতে পারবেন

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	ভয়শূন্যতা, সৎসাহস, সবল, দুর্বল, নির্ভয়, অঙ্গ, ক্ষত্রিয়, বীর, কর্তব্য, উপাখ্যান, কুরুক্ষেত্র, বীরযোদ্ধা, ভীষণ, মর্মান্তিক, হস্তিনাপুর, চক্রব্যূহ, সারথি ইত্যাদি।

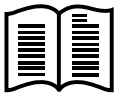

সৎসাহস :

সাহস শব্দের অর্থ ভয়শূন্যতা অর্থাৎ কাউকে ভয় না পাওয়া। সাহস ভালো কাজের জন্য যেমন দেখানো যায় তেমনি খারাপ কাজের জন্যও দেখানো যায়। ভালো কাজের জন্য যে সাহস দেখানো হয় তা সৎসাহস।

যদি কোনো সবল ব্যক্তি দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে তাহলে সৎসাহসী নির্ভয়ে দুর্বলের পাশে দাঁড়ায়। তাকে রক্ষা করে। ভালোকাজে সৎসাহস দেখানো মঙ্গলজনক। তাই সৎসাহস ধর্মেরও অঙ্গ।

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করা। যে–কোনো পরিস্থিতিতে তাকে যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে বিপদের আশঙ্কা থাকলেও পিছপা হওয়া যাবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস দেখানো বীরের কর্তব্য। এখানে মহাভারতের এক বীরযোদ্ধা অভিমন্যুর সৎসাহসের উপাখ্যান বলছি:

অনেক অনেক কাল আগে কুরুক্ষেত্রে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও মর্মান্তিক। কারণ এই যুদ্ধ হয়েছিল ভাইয়ে ভাইয়ে।

হস্তিনাপুর নামে এক রাজ্য ছিল। সেখানে কুরু বংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। এই বংশের একজন রাজা ছিলেন বিচিত্রবীর্য। তাঁর ছিল দুই পুত্র – ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডু। ধৃতরাষ্ট্র বড় কিন্তু তিনি ছিলেন জন্ম থেকে অন্ধ। তাই ছোট ভাই পান্ডু রাজা হলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী। তাঁদের দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ প্রভৃতি নামে শতপুত্র এবং দুঃশলা নামে এক কন্যা ছিল। কুরুবংশের নাম অনুসারে এদের বলা হতো কৌরব।

অন্যদিকে পান্ডুর দুই স্ত্রী – কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর পুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন এবং মাদ্রীর পুত্র নকুল ও সহদেব। পান্ডুর নামানুসারে এদেরকে বলা হতো পান্ডব। রাজ্যের অধিকার নিয়ে কৌরব ও পান্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়।

পিতামহ ভীষ্মকে দুর্যোধন কৌরব পক্ষের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তাছাড়া অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, অঙ্গরাজ কর্ণ এরাও কৌরবপক্ষে যোগ দেন। তাছাড়া অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন দুই পক্ষে ভাগ হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

যাদবরাজ কৃষ্ণ তাঁর বিপুল সংখ্যক নারায়ণী সেনা কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করতে পাঠান। আর নিজে যোগ দেন পান্ডবপক্ষে। তবে তিনি সরাসরি যুদ্ধ করেন নি, তিনি ছিলেন অর্জুনের রথের সারথি। আর অর্জুন ও কৃষ্ণের বোন সুভদ্রার পুত্র ছিলেন অভিমন্যু।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে অর্জুন কৌরবদের এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছিলেন। তখন দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের সাথে পরামর্শ করে চক্রব্যূহ রচনা করেন। চক্রব্যূহ মানে হচ্ছে চক্রাকারে সৈন্য সাজানো। এতে প্রবেশের এবং বের হওয়ার

একটি মাত্র পথ থাকে এবং আটটি কুন্ডলাকৃতি সারি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। এই ব্যূহ ভেদ করা খুব কঠিন। ভীম, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পান্ডবপক্ষের বড় বড় যোদ্ধা এই ব্যূহ ভেদ করতে পারলেন না। এই ব্যূহ ভেদ করার কৌশল জানতেন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর পুত্র প্রদ্যুম্ন, অর্জুন ও তাঁর পুত্র অভিমন্যু। অভিমন্যু মাত্র চৌদ্দ বছরের বালক। তাছাড়া তিনি ব্যূহতে প্রবেশের কৌশল জানতেন কিন্তু বের হওয়ার কৌশল জানতেন না। শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করবেন না। অর্জুন অন্যত্র যুদ্ধে ব্যস্ত। আবার কেউ একজন এগিয়ে না গেলেও পান্ডবদের পরাজয়। যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে বললেন, তুমি যাও চক্রব্যূহ ভেদ কর। আমরা সৈন্যদল নিয়ে তোমাকে বের করে আনব।

অভিমন্যু সানন্দে রাজি হলেন এবং নির্ভীকতার সাথে চক্রব্যূহ ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর শরবর্ষণে বিপুল সেনা নিহত হলো। নিহত হলো মহাবীর শল্যের ভাই, দুর্যোধনের পুত্র লক্ষণসহ অনেক যোদ্ধা। তখন দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও শকুনি এই সাত মহাযোদ্ধা একসাথে অভিমন্যুর সাথে যুদ্ধ শুরু করলেন। তাঁরাও সাতবার পরাজিত হলেন। এরপর এই সাতজন যোদ্ধা চারদিক থেকে অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। এই মিলিত আক্রমণে অভিমন্যুর অস্ত্র, রথ সব বিনষ্ট হলো। তখন তিনি রথের চাকা দিয়ে যুদ্ধ শুরু করলেন। অবশেষে বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিলেন অভিমন্যু।

মঙ্গলকর বিপজ্জনক কাজে সাহস দেখানোই তো সৎসাহস। অভিমন্যুর দেহের নাশ হলেও তাঁর সৎসাহস ও বীরত্বের কাহিনী গাঁথা রইল মহাভারতের পাতায় পাতায়।

সারসংক্ষেপ :

সৎসাহস একটি মহৎ গুণ। ভালো কাজের জন্য যে সাহস দেখানো হয় তাই সৎসাহস। সৎসাহস ধর্মের অঙ্গ। অভিমন্যুর সৎসাহস থাকার কারণেই তিনি বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছিলেন। তাঁর দেহের নাশ হলেও আত্মার নাশ হয়নি। তাই সবার উচিত মঙ্গলকর বিপদজনক কাজে সৎসাহস দেখানো।

পাঠ-৯.৩ দেশপ্রেম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দেশপ্রেমের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারবেন
- কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেম সম্পর্কে জানতে পারবেন

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	দেশপ্রেম, অগাধ, স্বর্গ, শাস্ত্র, জননী, জন্মভূমি, মাতৃভূমি, স্বদেশ, গভীর, মমত্ববোধ, দেশপ্রেমিক, স্বার্থ, কল্যাণ, বিসর্জন, পরিশ্রম, সম্পদ, রামায়ণ, ধার্মিক ইত্যাদি।

দেশপ্রেম :

দেশপ্রেম মানে হচ্ছে দেশের জন্য ভালোবাসা। নিজের দেশের প্রতি মানুষের থাকে অগাধ ভালোবাসা। স্বর্গের চেয়েও প্রিয় হয় নিজের দেশ। শাস্ত্রে আছে –'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। অর্থাৎ মা ও মাতৃভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়।

স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধই দেশপ্রেম। যিনি দেশপ্রেমিক তিনি সব সময় নিজের স্বার্থ থেকে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দেন। দেশের কল্যাণের জন্য, দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারেন। দেশের জন্য কঠোর পরিশ্রম, দেশের সম্পদকে নিজের সম্পদের মতো রক্ষা করা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমের পরিচয় ফুটে ওঠে। কোনো শত্রু যদি দেশকে আক্রমণ করে, তাহলে দেশপ্রেমিক বীরের মতো দেশকে রক্ষা করার জন্য রুখে দাঁড়ান।

প্রাচীনকালেও অনেক মহান ব্যক্তি দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এখানে রামায়ণ থেকে একটি কাহিনী উল্লেখ করছি:

পুরাকালে চন্দ্রবংশে কার্তবীর্যার্জুন নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল সহস্র বাহু। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও দেশপ্রেমিক। রাজ্যের ও রাজকার্যের প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি সদা সচেষ্ট থাকতেন।

তিনি এক সময় রাজকার্যের ক্লান্তি দূর করার জন্য অবকাশ যাপনের সিদ্ধান্ড় নিলেন। আর এই সুযোগে লঙ্কার রাজা রাবণ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করল। কার্তবীর্যার্জুনের এক সেনানায়ককে রাবণ বলল – আমি এই রাজ্য অধিকার করে নেব।

কার্তবীর্যার্জুন খবর পেয়ে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তিনি বিশ্রাম ভঙ্গ করে সোজা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছালেন। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। কারণ পরাজিত হলে দেশ হবে পরাধীন। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হলো। অবশেষে কার্তবীর্যার্জুন জয় লাভ করলেন। রাবণ বন্দী হলো।

এই সংবাদ স্বর্গেও পৌঁছে গেল। মহামুনি পুলস্ত্য তখন স্বর্গে থাকেন। আর রাবণ সম্পর্কে তাঁর নাতি হয়। তাঁর খুব দুঃখ হলো। তিান নেমে এলেন কার্তবীর্যার্জুনের রাজসভায়। রাজা তাঁকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করলেন।

পুলস্ড় রাজার শিষ্টাচারে সন্তুষ্ট হলেন। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন – 'কার্তবীর্যার্জুন তুমি ধার্মিক ও দেশপ্রেমিক। দেবতারাও তোমাকে পছন্দ করেন। রাবণ সম্পর্কে আমার নাতি হয়। তুমি ওকে মুক্তি দাও।' কার্তবীর্যার্জুন বললেন – 'আমার দেশপ্রেমিক সেনারা রাবণকে পরাজিত ও বন্দী করেছে'।

মুনি বললেন – 'হ্যাঁ, তোমার গভীর দেশপ্রেম আর বীরত্বের কাছে রাবণ পরাজিত হয়েছে।' কার্তবীর্যার্জুন অবনত মস্তকে বললেন 'আপনি পরম শ্রদ্ধেয় মুনি। আপনি যখন চাইছেন তখন আমি রাবণকে মুক্তি দিয়ে ধন্য হতে চাই।'

রাবণ মুক্ত হলেন। পুলস্ত্য রাজা কার্তবীর্যার্জুন ও রাবণের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করলেন। তারপর তিনি বিদায় নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। কার্তবীর্যার্জুন ও রাবণ তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালেন।

রাবণ নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। কার্তবীর্যার্জুন দূরে তাকিয়ে দেখলেন দেশমাতৃকার অপরূপ শ্যামল শোভা। এই দেশকে তিনি শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন। তাঁর দুচোখে আনন্দে জল এল। এই দেশ যেন চিরকাল স্বাধীন থাকে এই প্রার্থনা করলেন ঈশ্বরের কাছে।

সারসংক্ষেপ :

দেশপ্রেম একটি মহৎ গুণ। প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাছে স্বর্গের চেয়েও প্রিয় তাঁর দেশ। দেশের কল্যাণের জন্য তিনি নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারেন। রাজা কার্তবীর্যার্জুন যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন রাবণ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে। কার্তবীর্যার্জুন নিজের বিশ্রাম ত্যাগ করে দেশকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন এবং দেশকে রক্ষা করেন।

পাঠ-৯.৪ শিষ্টাচার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিষ্টাচারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন
- শিষ্টাচারের অঙ্গ প্রণাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	শিষ্টাচার, আদর্শ, নম্র, ভদ্র, মনুষ্যত্ব, জীব, সম্মান, স্নেহ, শ্রদ্ধা, নৈতিক, মন্ত্র, মূল্যবোধ, আশীর্বাদ, দীর্ঘজীবী, নমস্কার, বঙ্গীয়, শব্দকোষ, অভিবাদন, পঞ্চাঙ্গ প্রণাম, অষ্টাঙ্গ প্রণাম, আনত ইত্যাদি।

শিষ্টাচার :

শিষ্টাচার আদর্শ জীবনের অঙ্গ। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শিষ্টাচার অপরিহার্য। শিষ্টাচার বলতে নম্র, ভদ্র এক কথায় শিষ্ট আচারকে বোঝায়। শিষ্টাচারের মধ্য দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বের প্রকাশও ঘটে। মানুষের এই শিষ্টাচার মানুষকে অন্যান্য জীব ও পশু-পাখি থেকে আলাদা করেছে।

ধর্মপথে চলার জন্য শিষ্টাচার অত্যন্ড় প্রয়োজন। জীবনের এক এক ধাপে শিষ্টাচার এক এক রকমের হয়। যেমন পারিবারিক জীবনে আমরা মা-বাবা, ভাই-বোন সবাই একসাথে বাস করি। মা-বাবা ও অন্যান্য গুরুজনদের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা শিষ্টাচারের অঙ্গ। একইভাবে ছোট ভাই-বোন সবার প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা প্রদর্শনও শিষ্টাচারের অঙ্গ।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করা মানুষের সহজাত ধর্ম। সমাজে চলতে গেলে নানা ধরনের মানুষের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। শিক্ষকসহ সব গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, সমবয়সীদের শুভেচ্ছা জানানো, ছোটদের স্নেহ প্রদর্শন এই সব কিছু সামাজিক শিষ্টাচারের অঙ্গ।

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। দেব-দেবীরা তাঁদের নিজ নিজ শক্তি ও গুণ দিয়ে আমাদের সহায়তা করেন। আমরা দেব-দেবীর স্ড়ব-স্তুতি করি। প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আর এই ধর্মাচরণের মধ্য দিয়েও শিষ্টাচার প্রকাশ পায়। শিষ্টাচার একটি নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মের অঙ্গ। শিষ্টাচার বা ভদ্র ব্যবহারের দ্বারা মানুষের মন জয় করা যায়। সমাজজীবনে চলতে গেলে শিষ্টাচার অত্যন্ড় প্রয়োজন। আমরা যেমন বড়দের প্রণাম জানাই, তেমনি বড়রাও আমাদের আশীর্বাদ করেন। বড়রা কল্যাণ হোক, দীর্ঘজীবী হও ইত্যাদি বাক্যে আমাদের আশীর্বাদ করেন।

প্রণাম বা নমস্কারের ধারণা:

প্রণাম বলতে প্রকৃষ্টরূপে নমন বা অবনত হওয়াকে বোঝায়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় শব্দকোষে চার প্রকার প্রণামের উল্লেখ করেছেন–

১. অভিবাদন
২. পঞ্চাঙ্গ প্রণাম
৩. অষ্টাঙ্গ প্রণাম
৪. নমস্কার

অভিবাদন : বাক্য দ্বারা 'প্রণাম করি' বলে আনত হওয়াকে অভিবাদন বলা হয়। অনেক সময় বাক্য উচ্চারণ না করে কেবল আনত হয়েও অভিবাদন জানানো হয়।

পঞ্চাঙ্গ প্রণাম: তন্তসার গ্রন্থে বলা হয়েছে – বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বক্ষস্থল ও দর্শনেন্দ্রিয় সহযোগে নত হয়ে যে প্রণাম করা হয় তাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম: জানু, পদ, হস্ড়, বক্ষ, বুদ্ধি, শির, বাক্য ও দৃষ্টি এই আটটি অঙ্গ সহযোগে প্রণাম করাকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে।
নমস্কার: হাত জোর করে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করাকে নমস্কার বলে। নমস্কার তিন প্রকার – কায়িক, বাচিক ও মানসিক। অর্থাৎ নমস্কার নিখিল যজ্ঞের মধ্যে প্রধান। একমাত্র নমস্কার দ্বারা মানুষ বিশুদ্ধ হয়ে হরিকে লাভ করে।
আমরা পূজা-অর্চনা করার সময় বিভিন্ন প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করি। এসব মন্ত্রের মাধ্যমে দেব-দেবীকে আহুতি প্রদান করা হয়। আমরা মা-বাবা, শিক্ষক, অন্যান্য গুরুজন প্রভৃতি সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি। তাঁদের আনত হয়ে নমস্কার করি। আবার ছোট ভাই-বোনসহ অন্যান্য সব ছোটদের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা প্রদর্শন করি। আসলে এই সব কিছুর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের প্রতিই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করি। কারণ ঈশ্বর সকলের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। এ ধর্মদর্শনের কারণে সকলেই প্রণম্য। সুতরাং শিষ্টাচারের অঙ্গরূপে প্রণাম বা নমস্কারের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে।

সারসংক্ষেপ :

শিষ্টাচার বলতে নম্র ও ভদ্র ব্যবহারকে বোঝায়। শিষ্টাচার ধর্মের অঙ্গ। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মানুষের শিষ্টাচার বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। বড়দের প্রণাম জানানো যেমন শিষ্টাচারের অঙ্গ, তেমনি ছোটদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা প্রদর্শনও প্রণামের অঙ্গ। বঙ্গীয় শব্দকোষে চার প্রকার প্রণামের উল্লেখ আছে – অভিবাদন, পঞ্চাঙ্গ প্রণাম, অষ্টাঙ্গ প্রণাম ও নমস্কার। শিষ্টাচারের অঙ্গরূপে প্রণাম বা নমস্কারের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে।

পাঠ-৯.৫ ধূমপান ও মাদকাসক্তির ভয়াবহতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ধূমপান ও মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে জানতে পরবেন
- মাবকাসক্তির প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জানতে পারবেন

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	মাদক, নেশা, হেরোয়িন, পেথেডিন, ফেনসিডিল, চেতনা, স্মৃতিশাস্ত্র, মনুসংহিতা, পদ্মপুরাণ, অপুষ্টি, হাঁপানি, ক্যান্সার, আলসার, নিউমোনিয়া, হৃদরোগ, দুর্নীতি, প্রতারণা, ছিনতাই, মূল্যবোধ, ঘৃণা, সহমর্মিতা ইত্যাদি।

ধূমপান ও মাদকাসক্তির ভয়াবহতা :

মাদক বলতে নেশার বস্তুকে বোঝায়। অর্থাৎ যে সকল বস্তু নেশা সৃষ্টি করে তাই মাদক। যেমন– সিগারেট, বিড়ি, মদ, তাড়ি, গাঁজা, চরস, ভাং, আফিম, হেরোয়িন, মরফিন, পেথেডিন, ফেনসিডিল ইত্যাদি। আর এ সমস্ত মাদকের প্রতি আসক্তিকে বলে মাদকাসক্তি। মাদকাসক্তি একটি অনৈতিক ও অধর্মের পথ। কারণ মাদকাসক্তি মানুষের স্বাভাবিক চেতনাকে বিনষ্ট করে দেয়।

কোনো কোনো দেশে মাদকাসক্তি একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণত যুবক ও কিশোর শ্রেণি মাদকে আসক্ত হয়ে থাকে। মাদকাসক্ত হয়ে এরা নিজেদের জীবনকেতো ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়ই, সাথে তৈরি করে সামাজিক ও পারিবারিক

সমস্যা। মাদকের টাকা জোগাড় করতে পরিবারের সদস্যদের সাথে খারাপ আচরণ করে। বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়। এতে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

হিন্দুধর্মে মাদককে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ মনুসংহিতায় পাঁচটি মহাপাতকের দ্বিতীয়টি হচ্ছে মাদক। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে, যে মাদকাসক্ত মৃত্যুর পর সে শূকর হয়ে জন্মাবে। এরকম অনেক ধর্মগ্রন্থেই মাদকদ্রব্যের নিন্দা করা হয়েছে।

মাদকাসক্তি একটি বদ অভ্যাস। এর দ্বারা নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। মাদকাসক্তি দৈহিক, মানসিক, আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতিসাধন করে।

দৈহিক ক্ষতি: মাদকাসক্তি বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। যেমন– খাবারে অরুচি, অপুষ্টি, শ্বাসনালীর ক্ষতি, স্থায়ী কফ-কাশি, হাঁপানি, ফুসফুসের ক্যান্সার, গ্যাস্টিক আলসার, নিউমোনিয়া, হৃদরোগ ইত্যাদি। এছাড়াও জন্ডিস, লিভার সিরোসিস, রক্তচাপের হ্রাস ও বৃদ্ধি, এমনকি কিডনিও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

মানসিক ক্ষতি: মাদকাসক্ত ব্যক্তি স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে দূরে সরে যায়। সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মাদকাসক্তির কারণে অন্যের প্রতি স্নেহ ভালোবাসা কমে যায়। এমনকি মাদকাসক্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কের বিকৃতি পর্যন্ত ঘটতে পারে।

অর্থনৈতিক ক্ষতি: মাদকদ্রব্য একটি নিষিদ্ধ বস্তু। তাই এসব কেনার জন্য অনেক টাকা লাগে। এতে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়।

সামাজিক ক্ষতি: সাধারণত কিশোর ও যুবকশ্রেণিই বেশি মাদকাসক্ত হয়। কিন্তু মাদক কেনার পর্যাপ্ত টাকা তাদের থাকে না। তখন তারা বাবা, মা, ভাই, বোন সবার কাছ থেকে টাকা নেয়। এরপর আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে নেয়। কখনও কখনও টাকা জোগাড়ের জন্য প্রতারণা, দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়। এতে করে পরিবারে ও সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষতি সাধিত হয়।

মাদকাসক্তি প্রতিকার করা সম্ভব। মাদকাসক্ত যেই হোক না কেন, সে কোনো না কোনো পরিবারের সদস্য। তাই পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম থেকেই পরিবারের সদস্যদের মাদকাসক্তির কুফল ও ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে মাদকাসক্তি একটি ঘোরতর পাপ। তবুও যদি কেউ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে তখন তাকে ঘৃণা করা যাবে না। বরং ভালোবাসা ও সহমর্মিতা দিয়ে তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। নিম্নোক্ত কাজের মাধ্যমে মাদকাসক্তির প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা যেতে পারে:

১. মাদকবিরোধী আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে।
২. মাদকদ্রব্য তৈরি ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করে।
৩. মাদকদ্রব্য তৈরি ও বিক্রয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করে।
৪. পারিবারিক পরিমন্ডলে সন্তানদের কেবল শাসন নয়, তার সাথে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।
৫. বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রদের সচেতন করার মাধ্যমে।
৬. খেলাধুলা ও অন্যান্য সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে।
৭. বিভিন ধরনের চিত্তবিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে।
৮. রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতিতে সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে।
৯. ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োগের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে।
১০. মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে, সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে।
১১. মাদকাসক্তদের জন্য সেবামূলক নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

সারসংক্ষেপ :

মাদক বলতে বিভিন্ন নেশা উৎপাদনকারী বস্তু যেমন সিগারেট, বিড়ি, মদ, তাড়ি, গাঁজা, চরস, ভাং, আফিম, হেরোয়িন, মরফিন, পেথেডিন, ফেনসিডিল ইত্যাদিকে বোঝায়। আর এসবের প্রতি আসক্তিকে বলে মাদকাসক্তি। সাধারণত যুবসমাজই মাদকের প্রতি বেশি আসক্ত হয়। মাদকাসক্তি দৈহিক, মানসিক, আর্থিক ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষতি সাধন করে। মাদকাসক্তকে ঘৃণা না করে বরং ভালোবাসা ও সহমর্মিতা দিয়ে তাদেরকে সুস্থ পথে ফিরিয়ে আনতে হবে।

পাঠ-৯.৬ ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মহাভারতে বর্ণিত নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ধর্মীয় উপাখ্যানে বর্ণিত নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৈতিকতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	সুন্দর, সুশৃঙ্খল, পবিত্র, চরিত্র, আখ্যান, উপাখ্যান, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, বেদ, মনুষ্যত্ব, মনুসংহিতা, আদর্শ, সহিষ্ণুতা, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, মহাভারত, মহর্ষি, কৌরব, পান্ডব, ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ, মহাপুরুষ, সৎপথ, উপদেশ, বিদ্বেষ, বিশৃঙ্খলা, সাম্প্রদায়িক, সম্প্রীতি, অক্রোধ, শান্ডি, সামর্থ্য, অপরাধী, অন্যায়কারী, অনুশোচনাবোধ, ক্ষমাশীল, শান্ডি, আবির্ভূত, নবদ্বীপ, কীর্তন, উদ্ধার, বিদীর্ণ, দুর্গতি, সন্ন্যাসী ইত্যাদি।

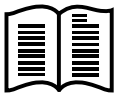

ধর্মগ্রন্থে নৈতিক শিক্ষা :

সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু ও 'মন্' প্রত্যয়ের যোগে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি। ধর্ম শব্দের অর্থ ধারণ করা। অর্থাৎ যা হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে, তাই ধর্ম।

মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সুসংগঠিত করতে এবং সৎচরিত্র গঠনের জন্য বিভিন্ন আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ, রীতিনীতি প্রভৃতি যেসব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে। এসব ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত নানা আখ্যান-উপাখ্যানের শিক্ষা থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষ তার নৈতিক চরিত্রকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারে।

স্বাভাবিকভাবেই মানুষের ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। আর সে কারণেই ধর্মগ্রন্থের প্রতিও রয়েছে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। হিন্দুধর্মের অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ইত্যাদি বেদের অন্তর্গত। এছাড়াও রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চন্ডী ইত্যাদি। এসব ধর্মগ্রন্থে ধর্মতত্ত্ব, ধর্মাচার, ধর্মীয় সংস্কার ইত্যাদি সন্নিবেশিত আছে।

ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ মানুষের রয়েছে মনুষ্যত্ব, যা অন্য কোনো প্রাণীতে নেই। আর ঈশ্বরের এই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যাতে সব জীব থেকে পৃথক হয় এজন্য নানা ধর্মগ্রন্থে রয়েছে নানা উপদেশ। মনুসংহিতায় বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বাণী এই চারটিকে ধর্মের সাধারণ লক্ষণ বলা হয়েছে। এছাড়া মনুসংহিতায় আরও দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো – সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য এবং ক্রোধহীনতা। ধর্মের এসব লক্ষণগুলো মেনে একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারে। আর এসব লক্ষণের বিপরীত আচরণ করলে বা ধর্মগ্রন্থ থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করলে মানুষকে নানা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আদর্শ জীবন ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আমরা নিজেদের জীবনের সাথে সাথে সমাজের ও দেশেরও উন্নতি সাধন করতে পারি। এছাড়া এসব ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আখ্যান-উপাখ্যান থেকে আমরা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন শিক্ষা লাভ করতে পারি। কাজেই ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করা ধর্মের অঙ্গ।

এখানে মহাভারতের কাহিনী সংক্ষেপে উল্লেখ করছি:

মহাভারত হিন্দুদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন। মূল মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কাশীরাম দাস মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেন।

মহাভারতের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে কৌরব ও পান্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ ও পান্ডবদের বিজয়লাভ। কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রান্তরে এই যুদ্ধ হয়।

হস্তিনাপুরের রাজা ছিলেন শান্ড়নু। তাঁর এবং গঙ্গার পুত্র ভীষ্মদেব। পরে শান্তনু ধীবরকন্যা সত্যবতীকে বিয়ে করেন। তাঁদের দুই পুত্র – চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। চিত্রাঙ্গদ অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান। বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্র – ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডু। ধৃতরাষ্ট্র বড় কিন্তু তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। তাই ছোট ভাই পান্ডু রাজা হন। ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী। তাঁদের দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ইত্যাদি নামে শতপুত্র এবং দুঃশলা নামে একজন কন্যা ছিল। কুরুবংশের নামানুসারে এদেরকে বলা হতো কৌরব। এরা ছিল অত্যন্ত হিংসুক, লোভী ও স্বার্থপর।

অপরদিকে পান্ডুর দুই স্ত্রী – কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর তিন পুত্র – যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন। মাদ্রীর দুই পুত্র – নকুল ও সহদেব। পান্ডুর নামানুসারে এদেরকে বলা হতো পান্ডব। আর একত্রে বলা হতো পঞ্চ পান্ডব। এঁরা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ।

এই কৌরব ও পান্ডবদের মধ্যে রাজ্যের অধিকার নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, বিদুর প্রভৃতি মহাজ্ঞানী শত চেষ্টা করেও এদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করতে পারলেন না। ফলে শুরু হল মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধ ছিল অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের যুদ্ধ।

এই যুদ্ধে পিতামহ ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণ, অঙ্গরাজ কর্ণ, শকুনিসহ আরও অনেক মহারথী যোদ্ধা কৌরব পক্ষ অবলম্বন করলেন। অন্যদিকে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, তাঁর পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাটসহ আরও অনেক বীরযোদ্ধা পান্ডবপক্ষ অবলম্বন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিপুল সংখ্যক নারায়ণী সেনা কৌরবদের দিলেন, কিন্তু নিজে রইলেন পান্ডবপক্ষে। তবে তিনি অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করেননি। তিনি ছিলেন অর্জুনের রথের সারথি। আঠারো দিনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পান্ডবপক্ষ জয়লাভ করে ও রাজ্য লাভ করে। অধর্মের নাশ হয়। ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহাভারতে মূল কাহিনীর বাইরে আরও অনেক প্রাসঙ্গিক অখ্যান–উপাখ্যান রয়েছে। এসব কাহিনীতে ধর্ম ও অধর্মের স্বরূপ, ব্যাখ্যা এবং শেষে ধর্মের জয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ সমস্ড় কাহিনী-উপকাহিনী মানুষকে ধর্মের পথে পরিচালিত করে। মানুষকে অধর্ম ও অন্যান্য পথ পরিহার করতে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের নৈতিক চরিত্রকে বিকশিত করে। একটি প্রবাদ আছে,' যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে'। অর্থাৎ ভারতবর্ষে এমন কোনো ঘটনা নেই যা মহাভারতে বর্ণিত হয়নি। মহাভারত পাঠ করে আমরা রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারি। সুতরাং আমাদের মহাভারতসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে হবে। আর এসব ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে দেশের ও জাতির মঙ্গল ও উন্নতি সাধনে ভূমিকা রাখতে হবে।

ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা :

আমাদের অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। যেমন– বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। এসব ধর্মগ্রন্থে ধর্মের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা তাত্ত্বিকভাবে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি নানা আখ্যান–উপাখ্যানের মাধ্যমেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ধর্মীয় উপাখ্যানে বর্ণিত বিভিন্ন মহাপুরুষদের জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা আমাদের নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করতে পারি। ধর্মগ্রন্থের উপাখ্যান পাঠ করলে আমরা আনন্দ পাই। আর আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ অধিক ফলদায়ী হয়।

মানুষ সাধারণভাবে ধর্মভীরু। আমরা ধর্মকে ও ধর্মগ্রন্থকে অনেক শ্রদ্ধা করি। ধর্মীয় উপাখ্যানসমূহ থেকে আমরা সৎপথে, ন্যায়ের পথে চলার উপদেশ পাই। আর এসব উপদেশ সঠিকভাবে মেনে চললে মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারে। আর মানুষ যখন প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হয় তখন সেসব হিংসা বিদ্বেষ ভুলে যায়। ফলে সমাজে কোনো রকম বিশৃঙ্খলা থাকে না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দৃঢ় হয়। সুতরাং মানবজীবনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ও নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। ক্ষমা ধর্মের অঙ্গ। মনুসংহিতায় সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুভবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য অক্রোধ এই দশটিকে ধর্মের সাধারণ লক্ষণ বলা হয়েছে। সুতরাং যিনি ধার্মিক তাঁর মধ্যে ক্ষমা গুণটি অবশ্যই থাকে। অপরাধীকে শাস্ড়ি না দিয়ে ছেড়ে দেয়াকে ক্ষমা বলে। কোনো ব্যক্তির শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে যদি কোনো অপরাধী বা অন্যায়কারীকে ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে ক্ষমা বলে। ক্ষমা মানুষের মধ্যে অনুশোচনাবোধ জাগ্রত করে। ফলে অপরাধী ব্যক্তি ন্যায়ের পথে ফিবে আসতে পারে। ক্ষমা দ্বারা শত্রুকেও বন্ধু বানানো যায়। পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ জন্মেছেন তাঁরা সবাই ক্ষমা গুণের অধিকারী ছিলেন। আমাদের এসব মহান ব্যক্তির জীবনকে অনুসরণ করতে হবে। ক্ষমাশীল হতে হবে। তাহলেই সমাজে শাস্ড়ি বজায় থাকবে। দেশ ও জাতি হবে উন্নত।

ধর্মীয় উপাখ্যানের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য এখানে একটি উপাখ্যানের উল্লেখ করছি:

প্রায় পাঁচ শত বছর আগের কথা। সে সময় ধর্মীয় গোঁড়ামি খুব বেড়ে গিয়েছিল। জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রথা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। সমাজ থেকে কলুষতা দূর করতে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সহজ করতে আবির্ভূত হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

এই শ্রীগৌরাঙ্গই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর সহচর ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীহরিদাস, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস নামে তাঁর আরও অনেক ভক্ত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এঁদের সবাইকে কৃষ্ণনাম প্রচার করতে বললেন। সবাই মেতে উঠলেন কৃষ্ণনাম প্রচারে। প্রভু নিত্যানন্দ বিভোর হয়ে কৃষ্ণ নাম প্রচার করতে লাগলেন। যাকে পান তাকেই শোনান কৃষ্ণের মাহাত্ম্য।

সেই সময় নবদ্বীপে জগাই মাধাই নামে দুই ভাই বাস করত। তারা ছিল ব্রাহ্মণ সন্তান। কিন্তু তা হলে কি হবে, কোনো ভালো গুণ ছিল না তাদের মধ্যে। সব সময় মদ খেত ও অন্যায় কাজ করে বেড়াত। তাদের অন্যায় অত্যাচারে নবদ্বীপের জনগণের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাদের এই দুরবস্থার কথা শুনে প্রভু নিত্যানন্দের প্রাণ কেঁদে উঠল তিনি ছুটে এলেন এদের উদ্ধার করতে। তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তাদের বাড়ির কাছে গিয়ে কৃষ্ণনাম কীর্তন শুরু করলেন-

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ।।
তোমা সব লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সবে ছাড় অনাচার।। (*চৈতন্য-ভাগবত*)

জগাই মাধাই সারারাত মদ খেয়ে সেই সময় ঘুমাচ্ছিল। কীর্তনের শব্দে তাদের ঘুম ভেঙে গেল। তারা ভীষণ রেগে গেল। তাদের অবস্থা দেখে নিত্যানন্দ অত্যন্ত কষ্ট পেলেন, তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। তাঁর চোখ থেকে অশ্রুধারা ঝরতে লাগল। তিনি হরিবোল হরিবোল বলে কেঁদে উঠলেন। নিত্যানন্দের এই অবস্থা দেখে দুই ভাইয়ের মন মোটেও নরম হলো না। উলটো তারা আরও বেশি রেগে গেল। মাধাই একটি কলসির কানা দিয়ে প্রভু নিত্যানন্দকে আঘাত করল। তাঁর কপাল কেটে রক্ত ঝরতে লাগল। নিত্যানন্দ সেই অবস্থাতেও হরিনাম করতে লাগলেন। তিনি দুই ভাইকে বললেন-

মারিলি কলসির কানা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি।।
মেরেছিস মেরেছিস তোরা তাতে ক্ষতি নাই
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই।।

এ সংবাদ শুনে সেখানে ছুটে এলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি দুই ভাইকে শাস্তি দিতে চাইলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ তাঁকে থামালেন। জগাই মাধাই তাদের ভুল বুঝতে পেরে চৈতন্য মহাপ্রভুর পায়ে পড়লেন। তিনি জগাইকে ক্ষমা করলেন, আর বললেন মাধাই নিত্যানন্দের অপরাধী। তাকে নিত্যানন্দের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। মাধাইকে নিত্যানন্দ ক্ষমা করে দিলেন। এরপর থেকে জগাই মাধাই হয়ে গেল সন্ন্যাসী। কৃষ্ণনাম ভজনই হলো তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

সারসংক্ষেপ :

ধর্ম শব্দের অর্থ ধারণ করা। ধর্মকে হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে। হিন্দুধর্মে অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ রয়েছে। যেমন- বেদ, মহাভারত, রামায়ণ, মনুসংহিতা ইত্যাদি। মহাভারতে ধর্মের অনুসারী পাণ্ডবদের কাছে অধর্মের অনুসারী কৌরবদের পরাজয় হয় এবং ধর্ম স্থাপিত হয়। ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আখ্যান ও উপাখ্যান থেকে আমরা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করতে পারি। কাজেই ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করা ধর্মের অঙ্গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট : ৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. মানুষের প্রধান গুণ কোনটি?
(ক) হিংসা করা (খ) মানবতাবোধ
(গ) অপরকে সাহায্য করা (ঘ) চুরি করা

২. তোমার পঠিত উপাখ্যানে রন্তিদেবের চরিত্রে কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?

(ক) দেশপ্রেম (খ) সৎসাহস
(গ) নির্বুদ্ধিতা (ঘ) মানবতাবোধ

৩. বশিষ্ঠ কে ছিলেন?
(ক) ব্রহ্মর্ষি (খ) রাজর্ষি
(গ) ব্রহ্মচারী (ঘ) শ্রুতর্ষি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন :
বিশ্বামিত্র রাজর্ষি ছিলেন। কিন্তু তিনি ব্রহ্মর্ষি হতে চেয়েছিলেন। বশিষ্ঠ তাঁকে স্বীকৃতি দিলেন না। তাই বিশ্বামিত্র রেগে গেলেন।

৪. বিশ্বামিত্র রেগে গেলেন। কারণ-
i. বশিষ্ঠ তাঁকে পুত্র বলে মেনে নিলেন না ii. বশিষ্ঠ তাঁকে ব্রহ্মর্ষি বলে মেনে নিলেন না
iii. বশিষ্ঠ তাঁকে রাজর্ষি বলে মেনে নিলেন না
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৫. বশিষ্ঠের আচরণ থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?
(ক) সৎসাহস (খ) সংকীর্ণতা
(গ) মহানুভবতা (ঘ) মানবতা

৬. অভিমন্যু কে ছিলেন?
(ক) শ্রীকৃষ্ণের পুত্র (খ) অর্জুনের পুত্র
(গ) দুর্যোধনের পুত্র (ঘ) যুধিষ্ঠিরের পুত্র

৭. কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল-
(ক) যাদব ও কৌরবদের মধ্যে (খ) কৌরব ও পাঞ্চালদের মধ্যে
(গ) কৌরব ও পান্ডবদের মধ্যে (ঘ) পান্ডব ও যাদবদের মধ্যে

৮. কার্তবীর্যার্জুন কোন বংশের রাজা ছিলেন?
(ক) সূর্যবংশের (খ) চন্দ্রবংশের
(গ) কুরুবংশের (ঘ) যাদববংশের

৯. **কার্তবীর্যার্জুনের সৈন্যরা যুদ্ধে জয়ী হতে পারল কেন?**
(ক) অনেক শক্তিধর বলে (খ) অনেক অস্ত্র ছিল বলে
(গ) দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত ছিল বলে (ঘ) দেশপ্রেম ছিল না বলে

১০. শিষ্টাচার কিসের অঙ্গ?
(ক) সমাজের (খ) আদর্শ জীবনের
(গ) পাপ কাজের (ঘ) অধর্মের

১১. প্রণাম কত প্রকার?
(ক) চার প্রকার (খ) তিন প্রকার
(গ) পাঁচ প্রকার (ঘ) আট প্রকার

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন:
রাজন খুব ভালো ছেলে। সে তার বাবা-মা কে খুব শ্রদ্ধা করে। তার একটি ছোট বোন আছে । তাকেও সে খুব ভালোবাসে।

১২. উক্ত অনুচ্ছেদে রাজনের কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?
(ক) দয়া (খ) হিংসা
(গ) শিষ্টাচার (ঘ) মহানুভবতা

১৩. কোন ধর্মগ্রন্থে মাদককে মহাপাতক বলা হয়েছে?

(ক) পদ্মপুরাণ (খ) মনুসংহিতা
(গ) মহাভারত (ঘ) গীতা

১৪. মাদকদ্রব্য সেবনে দেহ মনে যে প্রভাব পড়তে পারে-
i. সুস্থ মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটতে পারে
ii. স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে পারে
iii. আচরণে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫. মাদকাসক্তির ফলে কী হয়?
i. দৈহিক ক্ষতি হয় ii. মানসিক ক্ষতি হয়
iii. সামাজিক ক্ষতি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬. পান্ডব কাদের বলা হতো?
(ক) বিদুরের পুত্রদের (খ) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের
(গ) পান্ডুর পুত্রদের (ঘ) সঞ্জয়ের পুত্রদের

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন:
বিপীনবাবু একজন সত্যনিষ্ঠ ও ধার্মিক লোক। তিনি সব সময় সত্য ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করেন। যেখানেই অন্যায় দেখেন রুখে দাঁড়ান।

১৭. এখানে বিপীন বাবুর চরিত্রের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
i. নৈতিকতা ii. মানবতা
iii. নির্ভীকতা
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

১৮. হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ কোনটি?
(ক) বেদ (খ) রামায়ণ
(গ) মহাভারত (ঘ) গীতা

১৯. কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কোন পক্ষ জয়লাভ করে?
(ক) যাদব (খ) কৌরব
(গ) মৌষল (ঘ) পান্ডব

২০. শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরেক নাম কী?
(ক) শ্রীজীব (খ) অনুকূলচন্দ্র
(গ) শ্রীগৌরাঙ্গ (ঘ) শ্রীরূপ

২১. নিত্যানন্দ কে ছিলেন?
(ক) জগাইয়ের বন্ধু (খ) চৈতন্য মহাপ্রভুর সহচর
(গ) মাধাইয়ের প্রভু (ঘ) রামের সহচর

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রমা তার মায়ের সাথে মামার বাড়ি যাবে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে। তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। রমার মা কিছু টাকা জমিয়েছিলেন রমাকে একটি নতুন পোশাক কিনে দেবেন বলে। তিনি রমাকে নিয়ে মার্কেটের উদ্দেশ্যে বের হলেন। রাস্তায় রিকশার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় এক শীর্ণদেহী ভিক্ষুক তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইল। ভিক্ষুকের পরনে ছিল জীর্ণ-ছেঁড়া বস্ত্র। তাকে দেখে মা এবং মেয়ে দুজনেরই খুব মায়া হলো। রমার পোশাকের জন্য জমানো টাকাটা তাঁরা ভিক্ষুককে দান করে দিলেন এবং একটি পোশাক কিনে নিতে বললেন।

(ক) রাজা রন্তিদেব কোন দেবতার উপাসক ছিলেন?

(খ) মানবতাবোধ বলতে কী বোঝ, বুঝিয়ে লিখুন।

(গ) রমা ও তার মায়ের মানবতাবোধের আলোকে কোনো দুঃস্থ মানুষকে কীভাবে সাহায্য করা যেতে পারে ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) 'প্রকৃত ধর্মানুশীলনই মানবতাবোধকে জাগ্রত করে'– উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

উত্তম বাজারে যাচ্ছিল। রাস্তায় সে দেখতে পেল একটি বাড়িতে আগুন লেগেছে। আর এক বৃদ্ধ মহিলা একটি ঘরে আগুনে আটকা পড়েছে। উত্তম নিজের জীবনের চিন্তা না করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর ঐ বৃদ্ধ মহিলাকে রক্ষা করল। এরমধ্যে আশেপাশের আরও লোকজন চলে এল এবং জল ঢেলে আগুন নেভালো।

(ক) সৎসাহস কাকে বলে?

(খ) উত্তমের সৎসাহস থেকে আপনি কী শিক্ষা নিতে পারবেন?

(গ) আপনার এলাকার কোনো বাড়িতে আগুন লাগলে আপনি কী ভূমিকা পালন করবেন? – সৎসাহস শিক্ষার আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) "সৎসাহসী ব্যক্তি সর্বদাই পূজনীয় এবং অনুকরণীয়"– আপনার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

প্রদীপ মা-বাবার একমাত্র সন্তান। সে খুব মেধাবী ছাত্র। সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। শিক্ষকরা তাকে খুব ভালোবাসেন। এক সময় বন্ধুদের আড্ডায় পড়ে সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ল। পড়াশুনা না করায় তার রেজাল্ট খুব খারাপ হয়ে গেল। শিক্ষকরা খুব অসন্তুষ্ট হলেন তার প্রতি। নেশার টাকা জোগার করতে সে তার মা-বাবার সাথেও খুব খারাপ ব্যবহার করতে লাগল।

ক) মাদকাসক্তি কী?

খ) মাদকাসক্তের প্রতি কেমন আচরণ করা উচিত?

গ) উক্ত অনুচ্ছেদ থেকে আপনি কী শিক্ষা পেতে পার বুঝিয়ে লিখুন।

ঘ) 'মাদকাসক্তি প্রতিকারযোগ্য'– আলোচ্য পাঠ্যের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৪

রমেশ তার প্রতিবেশী বিজন বাবুর জমি দখল করে নেয়। ফলে দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। একদিন রাতে হঠাৎ করে রমেশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন বাড়িতে কেউ ছিল না। তার চিৎকার শুনে পাশের বাড়ির বিজন বাবু দৌড়ে আসেন। তার এই অবস্থা দেখে তাকে সাথে সাথে হাসপাতালে নিয়ে যান। সময়মতো হাসপাতালে নেয়ায় রমেশ বেঁচে যায়। সে তার ভুল বুঝতে পারে ও বিজন বাবুর কাছে ক্ষমা চায়। বিজন বাবু তাকে ক্ষমা করে দেন।

ক) ধর্মের বাহ্য লক্ষণ কয়টি?

খ) অপরাধীকে ক্ষমা করা উচিত কেন?

গ) উক্ত অনুচ্ছেদের শিক্ষা আপনার নৈতিকতা গঠনে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) 'রমেশের অনুশোচনা মাধাইয়ের অনুশোচনার অনুরূপ'– আপনার পঠিত উপাখ্যানের আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা : ইউনিট-৯

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১.খ, ২.ঘ ৩.ক ৪.গ ৫.গ ৬.খ ৭.গ ৮.খ ৯.ঘ ১০.খ ১১.ক ১২.গ ১৩.খ ১৪.ঘ ১৫.ঘ ১৬.গ ১৭.ঘ ১৮.ক ১৯.ঘ ২০.গ ২১.খ